দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা আলোর মুখ দেখছে

বিভাষ বাড়ৈ ॥ দীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনার পর অবশেষে আলোর মুখ দেখছে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে 'অগ্রাধিকার' খাত বিবেচনায় নিয়ে কারিগরি পর্যায়ের এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে শর্ত শিথিল করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে আর জেলা কোটা থাকছে না। শিথিল করা হচ্ছে ভৌগলিক সীমারেখাও। সেই সঙ্গে জামানতের পরিমাণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ করা হচ্ছে।

তবে বেসরকারীভাবে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই এমপিওভুক্ত করা হবে না। এসব শর্তারোপ করেই 'কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা-২০১৭' চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। সংশ্লিষ্ট সবার মতামত নিতে খসড়া নীতিমালাটি শীঘ্রই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, মেট্রোপলিটন, পৌর ও শিল্প এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব কমপক্ষে এক কিলোমিটার এবং অন্যান্য এলাকার জন্য তিন কিলোমিটার হতে হবে। ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দূরত্ব যথাক্রমে দুই কিলোমিটার এবং পাঁচ কিলোমিটার হতে হবে। প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা ৩০ হাজার হতে হবে। আবেদনের সঙ্গে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক দূরত্বের সনদপত্র, পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক জনসংখ্যার সনদ এবং এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

নতুন নীতিমালায় প্রতিষ্ঠানের নামে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ২০ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ন্যূনতম অখণ্ড ৫০ শতাংশ জমি সাব-কবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি থাকার বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নামে সাব-কবলা রেজিস্ট্রিকৃত জমির ওপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আয়তনের ভবন (পাকা/সেমি পাকা) তৈরি করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ জমি ও ভবন অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জমি ও ভবন প্রতিষ্ঠানের নামে সাব-কবলা রেজিস্ট্রি ও নামজারি করে দিতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের একাধিক ক্যাম্পাস থাকতে পারবে না।

খসড়া নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের নামে সংরক্ষিত তহবিলে ন্যূনতম তিন লাখ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে ১৩ লাখ টাকা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকাজে ব্যয় করতে হবে। দানকৃত জমির মূল্য দেখিয়ে বা উন্নয়নকাজের ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি নামে নামকরণ করা যাবে না। টাকা জমা থাকার ডকুমেন্ট (এফডিআর) হিসাবে হালনাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শাখা সংযোজনের ক্ষেত্রে সংস্থার/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না। এতে বলা হয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে অবশ্যই ব্রাকেটবিহীন 'বেসরকারী' শব্দটি লিখতে হবে। একই উপজেলা/জেলায় একই নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না। জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। নামকরণের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশাপাশি একই সঙ্গে ইংরেজী নাম অনুমোদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নির্ধারিত ফি বোর্ডে জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বোর্ডের এ্যাফিলিয়েশন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। এ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিদর্শন ফি জমা দিতে হবে। এরপর বোর্ড কর্তৃক গঠিত টিম সরেজমিন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। বেসরকারী কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ন প্রবিধানমালা-১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে এবং নীতিমালার শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে এ্যাফিলিয়েশন কমিটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং সাময়িকভাবে পাঠদানের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে। এরপর বোর্ড চেয়ারম্যান সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য পাঠদানের অনুমতি প্রদান করবেন। চূড়ান্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্তির জন্য পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অন্তত একটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান আসনের ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করলে নির্ধারিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদন করতে হবে। প্রতি ট্রেডে আসন সংখ্যা (ড্রপআউটসহ) ৪০ জন হতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হলেও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুসারে যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষক/কর্মচারী বাছাই কমিটি বোর্ড গঠন করবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে তাদের বেতন-ভাতাদি দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি/অনুমতিপ্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে।